যায়যায়দিন

10 MAY 2012

তারিখ ....

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

যৌন হয়রানির অভিযোগে রাবির এক শিক্ষককে ৮ বছর শাস্তি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষককে ৮ বছর মেয়াদে তিন ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে। মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক জুলফিকারুল আমীনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিষয়ক কমিটি অভিযোগ গ্রহণ করে। আর কমিটির তদন্ত ও সুপারিশের ভিত্তিতে এই শাস্তি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট।

আট বছরমেয়াদি শাস্তির মধ্যে রয়েছে জুলফিকারুল আমীন শাস্তি পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শাস্তি : রাবির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগকারিণী শিক্ষার্থীর কোনো শিক্ষাবর্ষেই পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে
কখনোই যুক্ত হতে পারবেন না। তিন বছর তিনি বিভাগের কোনো শিক্ষার্থীর
(নারী-পুরুষ) পরীক্ষা ও গবেষণা তত্ত্বাবধান করার মতো কোনো কাজ ও একই
মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া
পাঁচ বছর তিনি বিভাগের কোনো নারী শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ বা গবেষণা
তত্ত্বাবধানের মতো কোনো কাজ করতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ড. তানজিমা ইয়াসমিন
যায়যায়দিনকে বলেন, ২০১১ সালে অক্টোবরে জনৈকা ছাত্রী মার্কেটিং বিভাগের
শিক্ষক জুলফিকারুল আমীনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ করেন
বিভাগের সভাপতির কাছে। রেজিস্ট্রারের চিঠি প্রাপ্তির পর, মার্কেটিং বিভাগ
থেকে ওই ছাত্রীর অভিযোগের কপি সংগ্রহ করেতদন্ত শুরু করেন। তদন্ত শেষে
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী
নীতিমালা অনুসারে প্রতিবেদনটি সিন্ডিকেটে জমা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর এমএ বারী বলেন, সম্প্রতি ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় জুলফিকারুল আমীনের বিরুদ্ধে আনা
অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন উত্থাপন করা হয়। পর্যালোচনা শেষে সিন্ডিকেট
ছাত্রীকে যৌন হয়রানির দায়ে জুলফিকারুল আমীনের বিরুদ্ধে ধরনের শাস্তি
ঘোষণা করে।